বিসল্লিাহির রাহমানির রাহিম

খুতবা জুম'আ

স্থান: মসজিদ বাইতুল ফুতুহ, লন্ডন। তারিখ: ০৭ই মার্চ ২০১৪

তাশাহুদ, তাআ'বুয, তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয বলেন:

প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে জামাতে আহমদীয়া যুক্তরাজ্য, সেখানে জামাতের শত বছর পূর্তি উপলেক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত বা প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল তারা যেন নিজ নিজ পবিত্র গ্রন্থ অনুসারে ঈশ্বর এবং ধর্ম সর্ম্পকিত চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করে আর এর বিষয়বস্তু ছিল, 'একবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের অবদান এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কি?

যাইহোক, এখানে স্পষ্টতঃ আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্মের প্রতিধিত্ব করা হয়। এছাড়া ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, দুরুযী, হিন্দু ধর্ম প্রভৃতিদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব করা হয় যারা সেখানে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া জরথ্রষ্ট্র এবং শিখদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে বাহাই ধর্মের লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং মানবাধিকার কর্মীদেরও এ অনুষ্ঠানে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল। আর এ অনুষ্ঠান এখানকার সবচেয়ে পুরনো হল এবং এবং উল্লেখযোগ্য হল যার নাম গিল্ডহল, সেখানে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আসল উদ্দেশ্য হল, যে অনুষ্ঠান হয়েছে সে সর্ম্পকে কিছু বলা। এরচেয়ে ভাল লোকেরা খুতবা তো কমবেশি শুনে থাকে আজকেও আমি এ সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলবো কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যখন এটি এমটিএ-তে দেখানো হয় তখন আহমদীদের এটি দেখা উচিত কেননা এটি অত্যন্ত ভাল একটি অনুষ্ঠান ছিল।

এখন আমি বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে থেকে কিছু অংশ উপস্থাপন করবো এবং আমি যা বলেছিলাম সেখান থেকেও সারাংশ বলবো।

প্রথমে এখানকার একটি হিন্দু পরিষদের চেয়ারম্যানের কথা বলবো যার নাম হিমেশ চন্দ্র শর্মা সাহেব। তিনি বলেন, আজকের বিষয়বস্তু খুবই মনোমুগ্ধকর। এ থেকে প্রমানিত হয় আমরা সবাই এ কথায় একমত যে, এ জগতে স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, দ্বিতীয় যে কথাটি আরও ব্যাপক তা হলো, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হতে পারে নি। প্রত্যেক স্থানে ঝগড়া, বিশৃংখলা ছেয়ে গেছে এবং জনগনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে। এজন্য আমার দৃষ্টিতে সময় এসে গেছে আমরা মানবতার কল্যাণের জন্য পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরে আসি, আমাদেরকে আমাদের ধর্ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন সাজাতে হবে। তারপর তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমরা আমাদের লোকদের শুধুমাত্র নসীহতই করবো না বরং আমরা নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরুপও উপস্থাপন করবো। আর এটাই হলো বাস্তবতা। আল্লাহ করুন এই বক্তা যা কিছু বলেছেন, এর উপর আমলকারী হোন।

অতঃপর দালাইলামা বাণী পাঠিয়েছে লন্ডনে তার প্রতিনিধি হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের যে নেতা রয়েছে তিনি তার বানী পাঠ করেছেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে

অনুষ্ঠিত আন্ত ধর্মীয় সম্মেলন আয়োজন করার সাহস দেখানোর জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস রাখি, এই ধরণের অনুষ্ঠান অনেক সদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে।

অতঃপর দুবুযি কমিউনিটির নেতা (এটি একটি শিয়া ফের্কা: অনুবাদক), আধ্যাত্মিক ইমাম শেক মওফাক সাহেব বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে কৃতজ্থা প্রকাশ করছি যে, তিনি এবং তার জামাত আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। আমি আহমদীয়া জামাতকে বিট্রেনে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দুরুজ ফের্কার পবিত্র ভূমিতে জামাতে আহমদীয়ার সাথে গভীর সর্ম্পক রয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে আমি আনন্দিত। আমরা সবাই এক হয়ে, মিলেমিশে যুলুম ও অত্যাচারের তিরস্কার করি এবং ভালবাসার সেই বীজ বোপন করি যার মাধ্যম কেবল প্রাচ্যেই নয় বরং সারা বিশ্বে ভালবাসার ঝর্নাধারা প্রস্ফুটিত হোক।

তারপর ক্যাথলিক চার্চের বিশপ কিম ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, আমি বিশ্বধর্মের এই আলোচনায় অংশ নিয়ে এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি হয়ে নিজের বক্তৃতা উপস্থাপন করে খুবই আনন্দিত হয়েছি। বর্তমান যুগে এরকম সম্মেলনের খুবই প্রয়োজন। এরপর তিনি পোপের কেবিনেটের প্রেসিডেন্ট অব কেবিনেট যিনি প্রেসিডেন্ট অব জাষ্টিস পিস জনাব কার্ডিনেল পিটার টাকসান তার বাণী পাঠ করে শুনান।

ঘানার রাষ্ট্রপতির বাণী তাদের একজন হাইকমিশনার পড়ে শুনিয়েছেন এছাড়া তার একজন প্রতিনিধিও এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, আমাদেরকে আরেকবার বিশ্বাস করানো হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা তার রসুলদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন যারা দুনিয়াতে বসবাসরত সমস্ত ধর্ম ও বংশের লোকদেরকে কোন প্রকার পার্থক্য না করেই এই বাণী পৌছিয়েছেন যে, মানুষকে দৃঢ় সংকল্প, সুশৃংখল ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার সাথে জীবনযাপন করা উচিত।

তারপর এখানকার বিরবানস সায়িদা ওয়াটসি সাহেবা এসেছেন তিনি বলেন, আজ এই ঐতিহ্যবাহী হলে আন্ত ধর্মীয় সম্মেলনে সম্মানিত মেহমানদের সামনে নিজ মতামত ব্যক্ত করা আমার জন্য অনেক সম্মানের বিষয়। এই সম্মেলনে জামাতে আহমদীয়ার ব্যাপক উদ্দীপনা, উন্মুক্ত হৃদয় এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুউচ্চ মনমানসিকতার পরিচয় বহন করছে কেননা আপনারা বিশ্বের বিভিন্ন ধারার এমন একটি সম্মেলন আয়োজন করেছেন যেখানে শুধু নিজের বিশ্বাসকে উপস্থাপন করার পরিবর্তে অন্য সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদেরকেও তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। আমরা সমগ্র যুক্তরাজ্যের অঞ্চলগুলোতে শুধুমাত্র মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত জামাতের আহমদীয়ার পক্ষ থেকে কৃত জনকল্যানমূলক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করি । এরপর তিনি বলেন; এই জলসার সফল আয়োজন দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুলো একত্রে বসে আন্ত ধর্মীয় ঐক্য ও সাম্যর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক সম্মানের কারণ।

আমেরিকার কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়স ফ্রিডম কে ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার ক্যাটরিনা সাহেবা যার সাথে জামাতের দীর্ঘদিনের সর্ম্পক আছে তিনি বলেন, আজ আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার যে সুযোগ আমার হয়েছে এই কারণে আমি অনেক আনন্দিত ও গর্বিত। যুক্তরাজ্য জামাতের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজ আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন। তিনি আরও বলেন, আজকের অনুষ্ঠান পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার যে সুউচ্চ মান রয়েছে তাকে তুলে ধরার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এই গুণাবলীই আপনাদের জামাতের মৌলিক নীতি।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা এখানকার এর্টনি জেনারেল রাইট আনরেবেলে ডামিনক কারইউ সাহেব পড়েছিলেন। কিন্তু এরপূর্বে তিনি নিজের কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন, এই বার্তা পড়ার পূর্বে এই অধমের বিশ্বাস অনুযায়ী এ স্থানে বলতে চাচ্ছি, সাধারণ ধারণা অনুযায়ী স্থান নির্বাচনও উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। এটি সেই স্থান যেখান থেকে ইংরেজরা একটি জাতি হিসেবে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মেছিলেন। আর তারা পৃথিবীর দিকে নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা শুরু করেছিল। আজ আমাদের সকলের এ জলসার উদ্দেশ্যে এখানে একত্র হওয়াও এর অন্যতম একটি লক্ষ্য। আজকের জলসাও একটি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বহন করে। একজন খৃষ্টান হওয়ার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতা এটাই যে, এমন ব্যক্তি সে যে কোন ধর্মরই হোক না কেন একজন নাস্তিকের তুলনায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর আবেগ ও অনুভূতিকে উপায়ে বুঝতে সক্ষম।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর বার্তার তিনি পড়ে শুনান, তা ছিল, ‘ আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গকে এক প্লাটফর্মের নিয়ে আসায় সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি জামাতে আহমদীয়ার যুক্তরাজ্যে কর্তৃক সম্পাদিত অগণিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করি। আপনারা একদিকে দেশের সবত্র আন্ত ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করছেন অন্যদিকে বন্যা কবলিত মানুষের দুঃখদুর্দমায় সেবা করে যাচ্ছেন। (খোদার ফযলে খোদ্দামুল আহমদীয়া এ উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক বড় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।) অত:পর তিনি বলেন, যত দূর পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের মাঝে আন্তরিকতার সর্ম্পক সৃষ্টি করার প্রশ্ন আসে তখন আজকের দিনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে এতখানি সৃদুঢ় যে, বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে একত্রে বসিয়েছেন এবং সমগ্র দুনিয়অকে শান্তির নীড় বানানোর চেষ্টায় রত আছেন। আমি খুবই আনন্দিত যে, এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য জামাতের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত। আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমাম, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য মেহমানদের সাথে একত্রে বসে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবো যে, বিভিন্ন ধর্ম একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের অবদান রাখতে পারে।

এরপর রাণী যিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রধান তহার ব্যক্তিগত সহকারী লিখেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে তাদের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গিল্ডহলে আয়োজিত বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগুলোর এই মহা সম্মেলনের আয়োজনের খবর যুক্তরাজ্যের মহামান্য রাণীর জন্য আনন্দদায়ক। মহামান্য রাণী এ জলসার উদ্দেশ্য সমূহ জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন এবং আপনাদের শুভেচ্ছাবাণী পাঠানোর আবেদন পেয়ে খুবই কৃতজ্ঞ হয়েছেন।

এটি ছিল অন্যদের কিছু প্রতিক্রিয়া। আমি সেখানে যা বলেছি তার সারাংশ বর্ণনা করে দেই।

“ আল্লাহ্ তা’লা এটি চান যেন মানুষের সংশোধন হোক এবং মানুষ আল্লাহ্ তা’লার অধিকার আদায়কারী হয় এবং তাঁর সৃষ্টিরও অধিকার আদায়কারী হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা’লা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন। যারা নবীদের কথা মানে, তারা সফল হয়। যারা অস্বীকার করেছে তারা মন্দ পরিণাম দেখেছে। এরপর আমি বলেছি, যখন খোদা তা’লা মহানবী (সা.)কে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের জন্য পাঠান তখন তিনি (সা.) এজন্য তবলীগকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌছান। তিনি (সা.) শুধুমাত্র তবলীগই করেন নি বরং এর ফলাফল লাভের জন্য এবং লোকদের হৃদয় উন্মুক্ত হওয়ার জন্য রাতে এতো বেশি দোয়া করতেন যে, তার সিজদার স্থান অশ্রুতে ভিজে যেত। তাঁর (সা.) এর হৃদয়ে মানব জাতির সংশোধন এবং একে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যে আকুতি ছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তার এই বেদনা এবং দোয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে খোদা তা’লা তাকে এ

কথাও বলেছেন, যদি তারা তোমার কথা না শুনে তবে কি তুমি নিজ প্রাণকে ধ্বংস করে দিবে? কিন্তু আমি এরপর বলেছি, খোদা তা'লা একথা বলে ছেড়ে দেন নি। দোয়ার কবুলিয়াত বন্ধ করেন নি বরং সেসব দোয়াকে কবুল করেছেন এবং এই কষ্টগুলোকে প্রশমনের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেসব লোক যারা সব ধরণের অপকর্মে লিপ্ত ছিল তাদেরকে অপকর্ম থেকে মুক্ত করে চরিত্রবান এবং খোদা তা'লার সাথে সর্ম্পক স্থাপনকারী বানিয়েছেন। এ পরিবর্তন কোন পার্থিব শক্তি করতে পারতো না। এটা এককভাবে সে খোদার কাজ ছিল যিনি দোয়া শ্রবণকারী এবং হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রনকারী।

এরপর আমি বলেছি, শত্রুদের সাথে সদ্বব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন পার্থিব বিষয়াদীতে যার কোন দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত শত্রুদের যারা মক্কায় চরম বিরোধিতা করেছিলো মক্কা বিজয়ের সময় তাদেরকে এভাবে ক্ষমা করেছেন যেন তারা কোন অপরাধই করে নি। অতঃপর আমি বললাম যে, এগুলো ছাড়াও তিনি যে রাহমতুল্লিল আলামিন ছিলেন, ইসলাম এবং আঁহযরত (সা.) এর উপর যে কাঠিন্যতা ও যুদ্ধের অপবাদ লাগানো হয় এবং বর্তমানেও অপবাদ লাগানো হয়ে থাকে এটা ঐতিহাসিক তথ্য সর্ম্পকে অজ্ঞতা থাকার ফলেই হয়েছে। নবী কুরিম (সা.) কখনো নিজ থেকে যুদ্ধ শুরু করেন নি। অতঃপর আমি এটা বলেছিলাম , আমি এবং জামাতের আহমদীয়া এই বিশ্বাস পোষণ করে যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি জামাতে আহমদীয়া এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রচলন করেছেন, এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যারা প্রকৃত ইসলামের উপর আমল করছে এবং করার চেষ্টা করছে। আমি এটাও বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য এসেছেন তার সাথেও আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন আছে, আমি এটাও বলেছি, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদের মাঝে ভালভাবে এটি সৃষ্টি করে গেছেন, খোদা তা'লার বাণী কোন পুরোনো কিচ্ছাকাহিনী নয় বরং খোদা তা'লা আজও জীবিত। তিনি তার পুন্যবান বান্দাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে নিদর্শন দেখান। সুতরায়ং পৃথিবীবাসী এদিকে মনোযোগ দিন এবং নিজেদের ভুলের অভিযোগ খোদা তা'লা এবং ধর্মের উপর আরোপ না করুন বরং নিজেদের ঘাড়ে পেতে নিন। খোদা পৃথিবীবাসীকে তৌফিক দিন যেন তারা এর উপর আমল করে।

স্টেইন ভ্যালুমাসট্যাড ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর রিলেচাস লেডারস এর জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব তিনি বলেন, এভাবে মিলেমিশে বসা, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একে অপরের কথা আনন্দের সাথে শ্রবন করা এবং সকলে এটি এক বাক্যে মানা যে, আমরা সবাই শান্তির আকাঙ্খী, এটি অনেক বড় সফলতা।

অতঃপর ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী গ্রানাডার হাই কমিশনার এইচ হি জোসেলেন হোয়াইটমেন সাহেব বলেন, এটি একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। এতোগুলো ধর্মের লোকেরা একই ছাদের নীচে একত্র হতে পারে এটি আমাদের বিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি করবে। আর এটির আরেকটি উপকারীতা এটিও আছে যে, আমাদের এখন অনুমান হবে আজকের যুগে পৃথিবীর সমস্যাদী দূরীভূত করার জন্য লোকদের কিভাবে একত্রিত করা যেতে পারে।

অতঃপর মেক চেষটি যিনি লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কমান্ডার তিনি বলেন, " আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে এই বিষয়টি ভাল লেগেছে ে যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। অন্য ধর্মের সমালোচনা করেন নি। আর এই জিনিসটি থেকেই আমাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রিতীর অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই যেটাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাস্তবায়ন করার জন্য রানীকে লিখেছিলেন।

অতঃপর ডা. চালর্স তাননক মেপ, যিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের লন্ডনের প্রতিনিধি তিনি বলেন,

'ভবিষ্যতে এই পথকে অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস রাখি এবং আমরা এটি মানতে পারি না যে আল্লাহ্ তা'লা এটা চায় যে আমরা ধর্মের নামে একে অন্যের সাথে এভাবে লড়তে থাকি। এজন্য আমি শান্তির এই বাণীর পূর্ণ সমর্থন করছি। আহমদীদের সম্বন্ধে যে বিষয়টিকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান জানি তা হচ্ছে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা সমূহের মূল বা সার হচ্ছে, ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে।' আমার মতে এটি একটি বিশ্বজনীন বাণী। যতটা বিভিন্ন ধর্ম মিলেমিশে থাকবে ততই মঙ্গল।

বারোনেস ব্রিজ যিনি যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের অল পার্টি পার্লামেন্ট (এপিপিজি) অন ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব রেলচান এর চেয়ারপারর্সন তিনি বলেন,

" আমাকে অল পার্টি গ্রুপ ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য চেয়ারপারসনের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আমি জানি যেন আহমদীয়া জামাত কিভাবে অন্যের উন্নতি ও কল্যানের জন্য সেবা করে যাচ্ছে। এবং একথাটি জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তার বক্তৃতায়ও বলেছেন। আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা আহমদীয়া জামাতের সাথে তাদের কাজে সহযোগিতা করি। এবং আমরা এই বিষয়টিতেও আনন্দিত যে এই রাষ্ট্রে আহমদীদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

অতঃপর কে কারটার যিনি যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের অল পার্টি পার্লামেন্ট গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব রেলচান (এপিপিজি) এর সদস্য তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম যা বলেছেন তা সকল ধর্মের সারকথা বলে বিবেচিত অর্থাৎ ভালবাসা, উদারতা এবং শান্তি। প্রকৃতপক্ষে মিডিয়াতে ধর্মকে একটি জিনিস বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যা মানুষকে একে অর্ন্যের সাথে লড়ার বৈধতা দান করছে, কিন্তু যেমনটি আজকের এই সভায় আমরা দেখলাম যে, বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

এরপর এই সংগঠনের প্রধান একটি চিঠিতে বাণী পাঠান। যেখানে তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী শান্তি এবং একে অন্যকে জানার বিষয়ে। এমনকি এটা যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে একে অন্যের সাথে মত বিনিময় করা উচিত। কেননা আমরা সবাই আদম (আ.)-এর বংশধর। এবং খোদা তা'লার সৃষ্টি। তিনি বলেন, আমাদেরকে একে অন্যর আবেগ অনুভূতিকে সম্মান দেখানো উচিত। এবং শান্তির সাথে মিলেমিশে থাকা উচিত। এটি নয় যে, আমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লেগে যাই। বরং যতটা সম্ভব আমাদের শান্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে।।

যেভাবে আমি পুর্বেও বলেছি, যেহেতু তারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাই তাদের উচিত হবে তারা যেন ইসরাইল সরকারকে এ ব্যাপারে অবহিত করে।

এরপর কাউন্সিলর সন্তোষ সিং সাহেব বলেন, আমার অভিমত হচ্ছে, আহমদীয়া জামাতের ইমাম আমাদেরকে এই কথা বোঝাচ্ছেন যে সকল ধর্মে অনেকগুলো শিক্ষা একই রকম। জগতের সকল ধর্ম আমাদেরকে মানবতার শিক্ষা দেয়। আমাদের মিলেমিশে কাজ করা উচিত এবং একে অন্যের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করা উচিত।

এরপর নরওয়ে থেকে তাদের একটি রাজনৈতিক দল-ক্রিশ্চান রিপাবলিক বিলি ট্রানজার সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম তার ভাষনের শেষদিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন যে

আমাদের সকলের মিলিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা উচিত। আর আমার ধারণা হলো যে, এটিই সেই বিষয় যার প্রয়োজন এই বিশ্বের এই মুহূর্তে এটিরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এই আহ্বানের আমাদের নরওয়ের জন্যও খুব প্রয়োজন।

আমষ্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ডা. টি. সানিয়ার সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এটি প্রমাণ করেছেন, ইসলাম এবং কুরআনের শিক্ষাবলী চরমপন্থার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়।"

এরপর গ্রীক অর্থোডক্স প্যাট্রিপর্ক অব অ্যানটিওছ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ফাদার ইথেলওয়াইন বলেন, আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। জামাতের ইমামের ব্যক্তিত্ব এবং তার আহ্বানকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করি। বরাবরের মতো এই কনফারেন্সেরও সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা ছিল খলীফার বক্তৃতা। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের একত্রিত করে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে তাদের ধর্মের কথা শোনা একটি অত্যন্ত সাহসিকতার এবং প্রসংশনীয় পদক্ষেপ। এটি অত্যন্ত বড় একটি সাফল্য। '

আয়ারল্যান্ড থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি বলেন, আমি এই কনফারেন্সে অংশ নিয়েছি এবং এখানে যেই বাণী আমি শুনেছি তা আমার মাঝে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমি আহমদীদেরকে বলবো যে আজকাল প্রচার ছাড়া এই বর্তমান পৃথিবীতে নিজেদের সংবাদ পৌছানো অনেক কষ্টসাধ্য কাজ। আহমদীয়া জামাত এতো কাজ করছে কিন্তু আমি আনন্দিত হবো যদি আপনারা আপনাদের কাজের প্রচারণা আরও ভালভাবে করেন কেননা আপনাদের বিষয়ে পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় লোকই জানেন।

জাহাঙ্গীর সারু সাহেব যিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব রিলিজয়ন্স লিডারস এর সাথে সংশ্লিষ্ট তিনি বলেন, আমি ধার্মিক জরথ্রস্টিয়। আমি এই অনুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। সকল বক্তাই অত্যন্ত ভাল বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু সবশেষে জামাতের ইমামের ভাষণ সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে।

এরপর রবিন হাসি যিনি ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষক তিনি বলেন, এরকম আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে আমি তা জানতাম না। আমি অনেক ধর্মের বাণীসূমহ শুনেছি এবং অবশ্যই আমি বাড়িতে ফিরে এই কথাগুলোর বিষয়ে চিন্তা করবো । আমি আশা করি যে, আহমদীয়া জামাতের ইমামের বক্তৃতার বিষয়বস্তু শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।"

এরপর কেনন ডা. কেন সাহেব যার একটি ক্যাথেড্রেলের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে, তিনি বলেন, কিছু সময় পূর্বে মানুষ এটি মনে করতে শুরু করেছিল, আমাদের ধর্মের প্রয়োজন নেই। আমার মতে এই কথা এখন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে এই কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

তারপর বেলজিয়াম থেকে সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় এনোয়ারপান থেকে ড. লাইডিয়া সাহেব বলেন, এই দুইজন ডক্টর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তারা উভয়েই বলেছেন, ইসলাম এবং রসূল করিম (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার আলোকে জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনে তারা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছেন। তারা আরও জানান, বক্তৃতা শুনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আমরা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ছাত্রদেরকে কুরআন করীমের ফ্লেমশ অনুবাদ দিব যাতে তারা কুরআন শরীফ পাঠ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানতে পারে।

তারা ফিরে যাওয়ার পর সেখানে তাদেরকে কুরআন শরীফের অনুবাদ দেয়া হয় যেগুলো তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতরণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এর ফলশ্রুতিতে তবলীগের পথ আরও উন্মুক্ত হলো।

সেনটিআগো কাটালা রুবিউ সাহেব স্পেন থেকে এসেছিলেন। তিনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মের প্রফেসর। তিনি অনেকগুলো বইও পড়েছেন। জামাতের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক রয়েছে। ব্রাসেলসে ২০১২ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। আমার সাথেও তার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি বলেন, বিশ্ব ধর্মেল এই কনফারেন্স সর্ম্পাকে যদি আমি আমার অভিব্যক্তি এবং মনোভাব ব্যক্ত করা শুরু করি তবে এই কনফারেন্সের গুরুত্ব এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাণীর গুরুত্ব বর্ণনা করি তাহলে কয়েক পৃষ্ঠা ভরে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম বৈরিতার শিকার হয়েছে। এমন কি আজকের যুগেও প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের কৃস্টিকালচার, ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্ম, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মাঝে বিরোধ বিদ্যমান। এই বিরোধ ঘৃনা বিদ্বেষ এবং অত্যাচার নির্যাতনে বাড়াবাড়ি করার পক্ষেও বাহানা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মূলমন্ত্র ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে, সকল ধর্মের সারাংশ। এই মূলমন্ত্র দুনিয়ার সকল ধর্ম, সকল মানুষকে তাদের বিশ্বাস, অবস্থা এবং চিন্তাচেতনা থেকে মুক্ত করে একই মন্ডলিভুক্ত করে দেয়। এমন এক সময়ে যখন মুসলমানদের এক বিশেষ দল লড়াই-ঝগড়া , হিংসা বিদ্বেষ, অন্যায় অত্যাচার , অপরের এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলা এবং নিজেদের লোকদের উপর হামলা করতে সাহার্য্য করছে এমন অবস্থায় জামাতে আহমদীয়ার এই কর্মকান্ড বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এর ধরণের অনুষ্ঠানকে বিশ্ব এবং ধর্মীয় ও চিন্তাশীল সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া উচিত।

মিগাল গারসিয়া তিনি পেড্রোয়াবাদের অধিবাসী তিনিও এই কনফারেন্সের অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মেয়রও ছিলেন। আর তিনি মেয়র থাকা অবস্থায় সেই সময় চার্চের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৮০ সালে মসজিদ বাশরতের নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। মসজিদ বাশরাতের উদ্বোধনকালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবের সাথেও সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি (রাহে.) তাকে কলেমা খচিত একটি ফ্রেম উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেটি তার দপ্তরে রেখেছিলেন। তিনি জামাতের দ্বারা বেশ প্রভাবিত। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিগণকে লন্ডনে একত্রিত করা হয়েছে যাতে তারা একতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনার গুরুত্ব সর্ম্পকে উপলব্দী করে। এটি খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমি জামাতে আহমদীয়াকে মোবারকবাদ জানাই। আর আমার মনে হয়, এই জামাত নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়ে যাবে।

খুবই গর্বের কথা যে, আমার জামাতের আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফার সাথে পেড্রোয়াবাদে মসজিদ বাশারাত এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় ১৯৮১ সালে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এরপর চতুর্থ খলিফার ১৯৮২ সালে এই একই মসজিদের উদ্বোধনের সময়ই সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এখন এ কনফারেন্সের মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চম খলিফার সাথেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়ে গেছে।

আমি হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ সাহেবের কথা শুনে খুবই অভিভূত হয়েছি। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত থেকে মুক্ত একটি শান্তিপূর্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং সেই সব সরকারের প্রতি তিরস্কার জানিয়েছেন যারা নিজ প্রতিরক্ষার নামে অস্ত্রশস্ত্রকে মানবজাতির উপর প্রাধান্য দেয়। আমি খুবই

আনন্দিত মির্যা মাসরুর আহমদ সাহেব এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার আমন্ত্রন জানিয়েছেন যার ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত

আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যার যা বৈসদৃশ্যে ভরপুর। অনেক রাষ্ট্র উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছে আবার মানুষদের একটি বড় অংশ ক্ষুধা এবং দারিদ্রতার কারণে মারা যাচ্ছে। একদিকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাবার সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছি আর অন্যদিকে কোটি কোটি লোক এমন আছেন যারা খুব কষ্ট করে খাবার সংগ্রহ করছে। একদিকে কোটিপতি লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সমাজের একটি শ্রেনী খুবই গরীব হয়ে পড়ছে।

এমন একটি পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যারা যুদ্ধকে পরিত্যাগ করবে এবং শান্তির অন্বেষী হবে, যারা সবাইকে সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে উন্নতি করবে, যারা অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে এবং সমাজে ন্যায়বিচারকে প্রসারিত করবে।

যাইহোক, এগুলো হচ্ছে কিছু মন্তব্য যা আমি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ করুন পৃথিবীবাসী তার সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগী হোক, তাকে চিনতে পারুক এবং খোদাকে চিনতে পারার মাঝেই সেই সব ধ্বংস থেকে রক্ষা সম্ভব যার সামনে আমরা দাড়িয়ে আছি যার সতর্কতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার লেখনীতে বার বার প্রদান করেছেন।

এছাড়া আজ আমি পুনরায় পাকিস্তানের অবস্থা সর্ম্পকে দোয়ার জন্য বলতে চাই। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা অনিষ্টকারী লোকদের হাত থেকে এ দেশকে রক্ষা করুন এবং আহমদীদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন এবং সেই সব লোকদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন যারা শান্তির অন্বেষী। কিছুদিন পূর্বে পুনরায় একজন আহমদীকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীর হেফাযত করুন আর সাধারণভাবে সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করুন যে অবস্থা এখন সৃষ্টি হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধের দিকে খুবই দ্রুততার সাথে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু বড় বড় সরকার একথা গুলো বুঝতে পারছে না– যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে কতই না ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। দুনিয়া একেবারেই ধ্বংসের কিনারায় দাড়িয়ে আছে। আমাদের দায়িত্ব, আমরা যেন তাদের সকলের জন্য দোয়া করি।